❖ একাঙ্ক নাটকের বৈশিষ্ট্য লেখো।

তমাল কান্তি পাল

বাংলা বিভাগ, ডোমকল কলেজ।

- একাঙ্ক নাটকে একটিমাত্র অঙ্কেই নাট্যকার কে যা বলার বলতে হয়। বিস্তৃত আকারে বলার সুযোগ থাকে না।
- জীবনের কোনো একটি মুহূর্ত বা কোনো একটি ভাবকে কেন্দ্র করে এক অঙ্কের নাটক রচিত হয়।
- সাধারণত ক্লাইম্যাক্স বা চূড়ান্ত বিন্দু থেকে একাঙ্ক নাটক শুরু করতে হয়। কারণ খুব দ্রুত একমুখী গতিতে পরিণতিতে পৌঁছতে হয় নাট্যকারকে।
- চরিত্রের সংখ্যা কম হয়। একটি চরিত্রই সাধারণত এই জাতীয় নাটকের প্রাধান্য পেয়ে থাকে।
- ছোটোগল্পের সঙ্গে একাঙ্ক নাটককে তুলনা করা যায়। ছোটোগল্পের মতোই বৈশিষ্ট্য একাঙ্ক নাটকের থাকে। আধুনিকতার সঙ্গে পাঠক- দর্শকের চাহিদা অনুযায়ী ছোটোগল্প এবং একাঙ্ক নাটকের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে।
- পূর্ণাঙ্গ নাটকের মতো একাঙ্ক নাটকে ঘটনার ক্রম উন্মোচন ঘটে না। একটিমাত্র ঘটনাকে কেন্দ্রে রেখেই নাট্যকারকে তীরবেগে যবনিকা পতনের দিকে যেতে হয়।
- সংলাপ রচনায় নাট্যকারকে সাবধানী হতে হবে। সংলাপ রচনায় অপ্রাসঙ্গিক বা অবান্তর কথা বলা যাবে না।
- এই জাতীয় নাটকে স্থান-কাল-পাত্রের ঐক্য রক্ষিত হবে।

বাংলা একাঙ্ক নাটক রচনায় প্রথম সফল ব্যক্তিত্ব হলেন মন্মথ রায়। তাঁর আগে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একাঙ্ক নাটক রচনা করলেও তার সার্থক হয়নি। ১৯২৩ সালে প্রকাশিত মন্মথ রায়ের মুক্তির ডাক" নাটককেই প্রথম সার্থক একাঙ্ক নাটক বলা যায়। তিনি অনেকগুলো একাঙ্ক নাটকও রচনা করেছিলেন।তাঁর বিদ্যুৎপর্ণা, রাজপুরী, টোটোপাড়া, জন্মদিন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ নাটক।